জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 31st Oct. 1951 | ২৩শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

Notice

It is hereby notified for general information that the Election Commission has decided in the forthcoming general elections the candidates' booths should not be set up within one hundred yards of the polling stations.

Sd/- K. Chakraborty,
Subdivisional Magistrate, Jangipur.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

পশ্চিম বাঙলার লাটতক্তে বঙ্গমাতার খাঁটি বাঙালী ছেলে

—০—

আজ অন্নের কাঙালিনী, বস্ত্রের কাঙালিনী, খণ্ডিতাঙ্গিনী বঙ্গমাতা তাঁহার কোটি কোটি রোরুদ্যমান ক্ষুধার্ত্ত, কৌপীনবন্ত সন্তানগণের হাহাকারের মধ্যেও আনন্দ পাইয়াছেন—তাঁহার একটী কৃতবিদ্য, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত, আপনভোলা, অশনে বসনে বিশুদ্ধ বাঙালী সন্তান ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিম বঙ্গের লাটতক্তে বসিবার অধিকারী দেখিয়া। বাঙলার গবর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে বাঙলায় লাট অর্থাৎ গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইলেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান বয়স মাত্র ৭৫ বৎসর। তিনি তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তি দ্বারা তিনি যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীমতী বঙ্গবালা দেবী। বঙ্গমাতার সুসন্তানের পত্নী হইবার পূর্ব্বেই বিধাতা যেন তাঁহার এই নামকরণের জন্য তাঁহার জনকজননীকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

ব্যাক্ত

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বাঙলা সরকারের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তার পদপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ফটোগ্রাফার তাঁহার আলোকচিত্র লইবার জন্য যখন তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন, তখন ডাঃ মুখোপাধ্যায় খোলা গায়ে একটী চেয়ারে বসিয়া হুঁকা লইয়া ধুমপান করিতেছিলেন। তিনি ফটোগ্রাফারকে সেই অবস্থাতেই ছবি তুলিতে বলিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তাঁহার সেই ছবি দেখিয়া আমাদের মনে কত নিম্নপদস্থ অহঙ্কারী লোকের কথাই যুগপৎ উদয় হইল! ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত স্বল্পবিদ্য স্বল্পবিত্ত লোকদের কত পদ-লেহনের সুফল স্বরূপ এই অবৈতনিক পদ প্রাপ্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়—যেন প্রেসিডেন্ট বাবু ভাবিতেছেন—'কি ছিলাম কি হ'লাম রে ভাই! কি ছিলাম কি হ'লাম!" নির্ব্বিকার রাজ্যপাল তাঁহার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন সর্ব্বক্লান্তিনিবারক তাম্রকূট-ধূম্রপান-যন্ত্র হুঁকাটিকেও হস্তে ধারণ করিয়া ছবি তোলাইতে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সরল প্রবীণ ব্যক্তিগণের ভিতর-বাহির নাই। বৃথা সম্ভ্রমের গর্ব্বও তাঁহারা রাখেন না। তাই আজ বাঙলার উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও এই ভাব। যিনি জীবনের সঞ্চিত প্রায় সমস্ত অর্থই বাঙলার শিক্ষার জন্য ত্যাগ করিতে পারেন তাঁর স্বগৌরব অপেক্ষা পদগৌরব ন্যূনতর একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত লোকই প্রত্যেক বাঙালীর আপনার লোক। আমরা অনেক প্রতারককে আপনার বলিয়া ভ্রম করিয়া চিনিতে পারি না। চারণ কবি মুকুন্দ দাস গাহিয়াছেন—

"আপন চেনা কঠিন ভবে।
আপন চিনবে যেদিন
বিশ্ব সে দিন আপন হ'য়ে যাবে।
চিন্‌লে পর আপন জনা,
লোহা হ'য়ে যেতো সোনা,
পেতে তার প্রেমের কণা
ভেসে যেতে কবে—
(এমনি) তিল তিল ক'রে বিলিয়ে দিতে
লুটে খেতো সবে
স্বরগে বাজতো ভেরী
দেবতা আসিত নেবে।
...... চেনা কঠিন ভবে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষা সার্থক! ত্যাগ সার্থক! এমনি বঙ্গ-সন্তান সংখ্যায় যত অধিক হইবে দেশের ততই মঙ্গল!

তাহা হইলে আমরা কবির সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে পারিব—

* * * * *

"সার্থক হবে তবে জীবন সবাকার
ছেলের গৌরবে হবে গৌরবিনী মা আমার!
জগৎ লুটাবে পায়,
ঘুচে যাবে সব দায়,
পূরে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাস

কংগ্রেসের মনোনয়নপ্রার্থী

৩৫০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার দরখাস্ত!

—০—

কিছুদিন আগে দুর্নীতির অজুহাত দেখাইয়া শ্রীজহরলাল নেহেরুজী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ও নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া ট্যাণ্ডনজীর হাত হইতে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসকে দুর্নীতিমুক্ত করিবেন এবং যোগ্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে পরিষদ সদস্যের পদের জন্য প্রতিযোগিতার জন্য মনোনয়ন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। আজ কতগুলি পদলোলুপ ক্ষুধিত কংগ্রেসীর মধ্যে তাঁর যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করা কত দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক বহু আছে, যারা বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের একটী শ্রুতিলিখন শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ গুণাগুণ সম্বলিত সেখাইত পত্র নাকি কেন্দ্রীয় অফিসে দাখিল হইয়াছে। "তাবচ্চ শোভতে সভ্যো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাসতে।" অনেক বাহির হইবে। এবার ভারত সরকারের ও ভারত কংগ্রেসের কর্ত্তা শ্রীজহরলাল। ট্যাণ্ডনজীকে আর নিমিত্তের ভাগী করা যাইবে না।

হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা

এই মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্র জল অভাবে ধান গাছ শুকাইয়া যাইতেছে। দিন কয়েক পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত কোন কোন মাঠের ধান গাছ বাঁচিবার আশা হইয়াছে। বহু গ্রামের কৃষকগণ শুকান ধান গাছ দেখিয়া হা হুতাশ করিতেছে।

চাউলের দর

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে নূতন আউস চাউল ২৪৲ টাকা, পুরাতন চাউল ২৫৷৷০ টাকা হইতে ২৭৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে।

ভাগীরথ।

এই কার্ত্তিক মাসেই ভাগীরথী নদীতে চড়া পড়িয়াছে। দিন কয়েক পরেই লোকে হাঁটিয়া পারাপার করিবে। নদীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের বাসিন্দাগণ গ্রীষ্মকালে পানীয় ও আচরণীয় জলের অভাব অনুভব করিবে।

মাছ ও তরকারী

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে মাছ ও তরকারী অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের মাছ, তরকারী ক্রয় করা সুকঠিন হইয়াছে। শাক ।৵০, বেগুন ৷৷০, পটল ৷৷৵০, কচু ৷৷০ কুমড়ো ।৵০ এবং আলু ৶৵০ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। ইলিশ মাছ ৩৲—৪৲, রুই, কাতলা, মৃগেল—৩৲—৩৷৷০, ছোট মাছ—২৷৷০—৩৲, কুচো চিংড়ী ২৲—২৷৷০ সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

নৌকাডুবি

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরক্কা থানার অন্তর্গত খেজুরিয়া ঘাটে গঙ্গানদীর মাঝখানে একখানি যাত্রী বোঝাই নৌকা ঝড়ের বেগে উল্‌টাইয়া যায়। তাহাতে তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কোলাকুলি

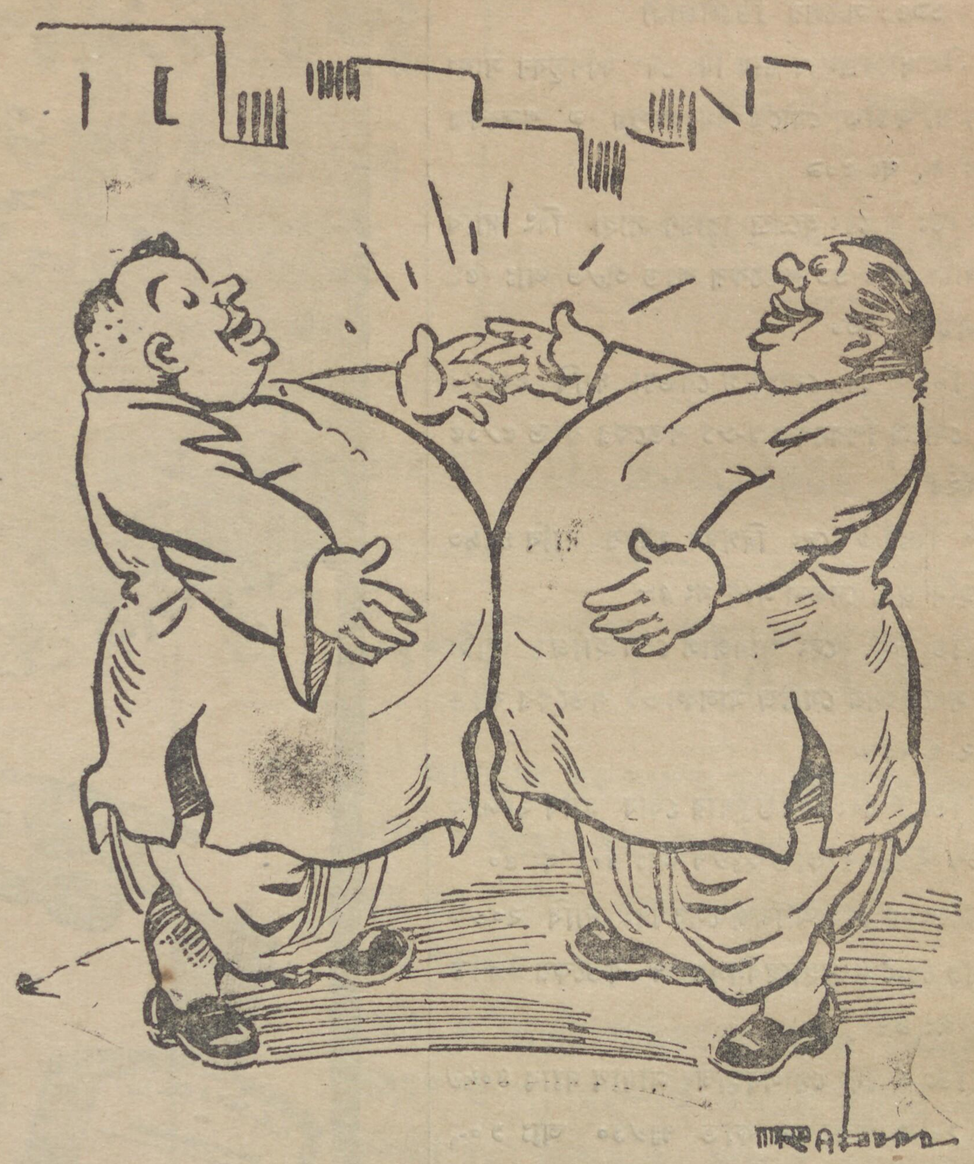

শেঠজীসে কোলাকুলি
করনে আয়া শেঠজী।
কালাবাজার কা নাফা খাকে
মোটা দোনো পেটজী।

পাপ্পর, আচার, রাবড়ি দেকে
বড়ি উমদা খেঁটজী।
হাতসে হাত নাই মিলনে চাহে,
পেটোয়া পেটোয়া ভেটজী।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে নভেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

১৬১ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং ফণিভূষণ সাহা দাবি ৩৪৶৬ থানা ফরাক্কা মৌজে মমরেজপুর ৯ শতকের কাত ১৸৹ আঃ ৫৲ খং ৫০৯

১৬২ খাং ডিঃ ঐ দেং হরেন্দ্রনারায়ণ সাহা দিং দাবি ৩৯৸৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৪৯ শতকের কাত ৩।৶৬ আঃ ৫৲ খং ৭২৯ অধিনস্থ খং ৭৩০

১৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং সোহাগি বেওয়া দাবি ৪৬।৶০ থানা ফরাক্কা মৌজে শিবনগর ১-৮১ শতকের কাত ৫/১৫ আঃ ৫৲ খং ২২৫

২২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং দিগম্বর সর্দ্দার দাবি ৪১৸৩ মৌজাদি ঐ জমি জমা দেওয়া নাই খং ৫৮

২৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আবজাল সেখ হাজি দাবি ২৬।৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মালঞ্চা ৮৯ শতকের কাত ৬॥৶০ খং ২৫২ ও ২৪৭

৩১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং হেমন্তকুমার ঘোষ দাবি ২৫৸৩ মৌজাদি ঐ ৮১ শতকের কাত ২॥৶৭ আঃ ১০৲ খং ৫০

২৩৮ খাং ডিঃ ঐ দেং আজিজ সেখ দিং দাবি ২০৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মহাদেবনগর ৭ শতকের কাত ১।১৩ আঃ ৫৲ খং ৯৭

২২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং গোলমহাম্মদ নাদাপ দাবি ৪০৸৶ মৌজাদি ঐ ২-১৩ শতকের কাত ৭॥৶১০ আঃ ১০৲ খং ৮৮৩

২২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং গোলমহাম্মদ নাদাপ দিং দাবি ৪৩৲ মৌজাদি ঐ ২-২৮ শতকের কাত ৮॥৹ আঃ ৫৲ খং ৮৮৪

২৩৪ খাং ডিঃ ঐ দেং জমাদার সেখ দাবি ১৭৸৶৯ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ১৶১০ আঃ ৫৲ খং ৩৮

২৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেং পিয়ারবক্স সেখ দাবি ১৩৸৶৯ মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত ১।১৭ আঃ ৫৲ খং ৪৯৯

২৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং জহর সেখ দাবি ১৩৸৶৯ মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ১।১৩ আঃ ৫৲ খং ২৭৭

২৩৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ইয়াদুল সেখ দাবি ১৬।৶০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ১১ শতকের কাত ৶১২ আঃ ৫৲ খং ২৪৮

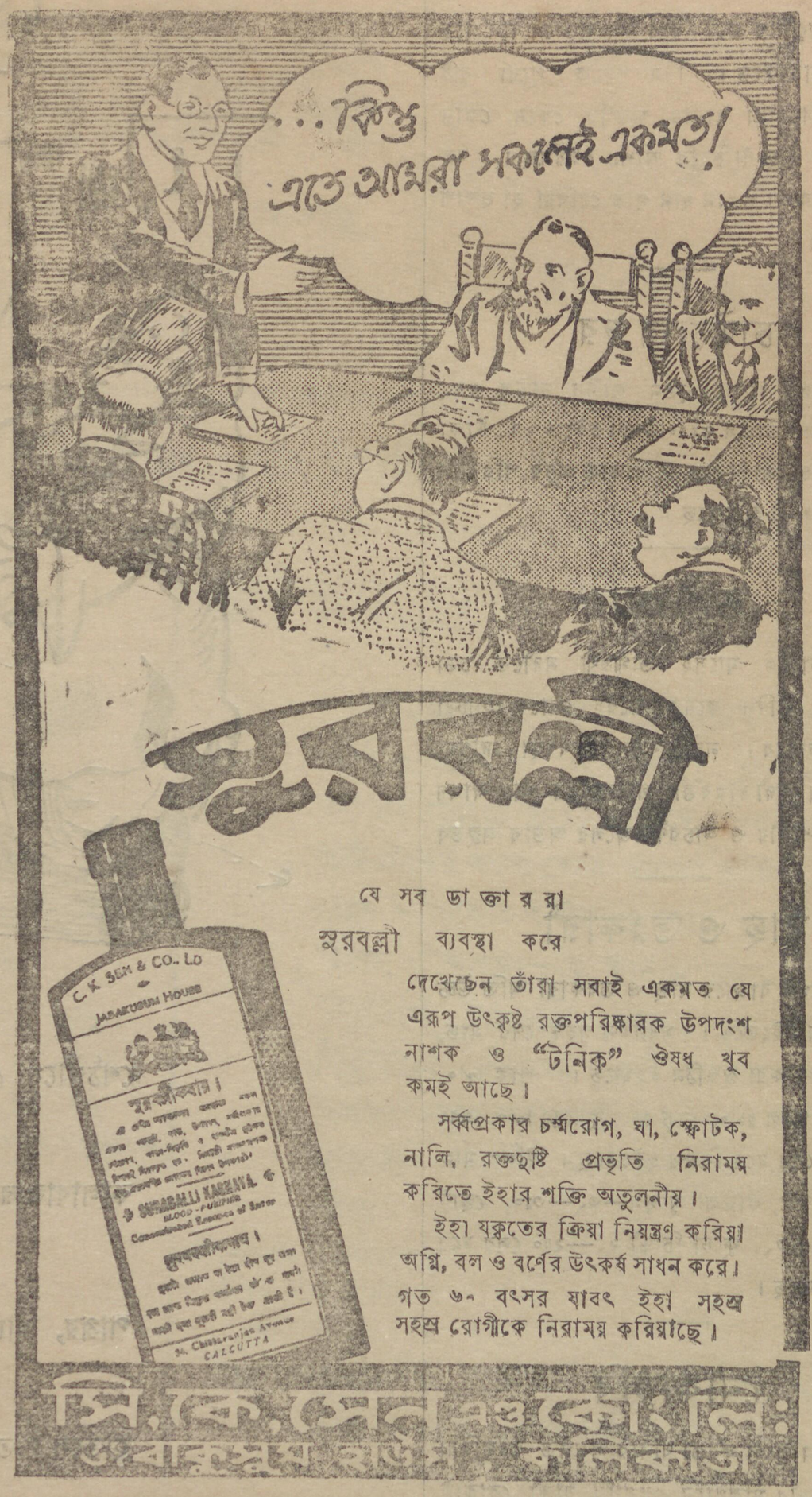

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত